তারিখ ...10 MAR 1987...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ...1...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

আজমিরীগঞ্জ

।। সংবাদদাতা ।।

হবিগঞ্জ জেলার আজিমিরীগঞ্জ আদর্শ উপজেলা। ভাটির দেশ হাওড়ের মধ্যে দ্বীপসম আজমিরীগঞ্জ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এ আজমিরীগঞ্জ। আদর্শ উপজেলা আজমিরীগঞ্জের মোট আয়তন ৮৩ বর্গমাইল। কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এই তিন জেলার মিলন কেন্দ্রতে অবস্থিত। মোট জনসংখ্যা ৭৩,৯১২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৮,০১৯ জন ও মহিলা ৩৫,৮৯৩ জন। লোকবসতি প্রতিবর্গ মাইলে ৮৩৯ জন।

কৃষি

আদর্শ উপজেলা আজমিরীগঞ্জের অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজের সাথে সংযুক্ত। কালনী, কুশিয়ারা, ভেড়ামোহনা ও বশিরা নদীর অববাহিকা হেতু জমি খুব উর্বর। আবাদী জমির অধিকাংশই বছরের সাত মাস থাকে অর্ধেক পানির নীচে। তখন জামী ধানের সবুজ ডগায় দিগন্ত জোড়া মাঠ দোলখায়। বাকী পাঁচ মাস বোরো ও আমন ধান চাষ করা হয়। মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৩১,৫০০ একর। বৃহত্তর সিলেটের অধিকাংশ ধানই এখানে উৎপাদিত হয়ে থাকে। উৎপাদিত ফসল ধান, আলু, বাদাম, সরিষা, কাউন, গম, ভুট্টা, মুলা, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি।

শিক্ষা

সমস্ত হাওড় এলাকার মতো আজমিরীগঞ্জেরও শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। শিক্ষার হার মাত্র ১০ ভাগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে। সমস্ত উপজেলার ১২৮টি গ্রামে মাত্র ৫টি হাই স্কুল ও ১টি জুনিয়র হাই স্কুল। পূর্বে কোন কলেজ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার অনুরাগী উপজেলা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে একটি কলেজ ও একটি গালর্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যোগাযোগ

আজমিরীগঞ্জ একটি নদীবন্দর। সমস্ত ভাটি এলাকার ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র আজমিরীগঞ্জ। সুরমা, কুশিয়ারা, কালনী, ভেড়ামোহনা চারটি নদী দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। তাছাড়া বর্ষা মওসুমে নৌকা, লঞ্চ চলাচল করে। আজমিরীগঞ্জ একমাত্র আদর্শ উপজেলা। এখানে এক মাইলও পাকা রাস্তা নেই। কাঁচা রাস্তা মাত্র ২১ মাইল। শুষ্ক মওসুমে একমাত্র পদব্রজেই জেলা শহর হবিগঞ্জের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।

ব্যবসা

ভাটিমুল্লুকের ব্যবসা কেন্দ্র আজমিরীগঞ্জ। হাওড় এলাকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আজমিরীগঞ্জ। ভৈরবের সাথে সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্য চলে থাকে। সমস্ত উপজেলায় হাট-বাজার ৫টি। আজমিরীগঞ্জে একটি বড় গরুর হাট। সপ্তাহে দু'দিন বাজার বসে।

স্বাস্থ্য

উপজেলায় স্বাস্থ্য প্রকল্প মাত্র ১টি। থানা দাতব্য চিকিৎসালয় ৩টি। সরকারী সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। উপজেলাবাসী গুরুতর অসুখ না হলে ডাক্তারের কাছে আসে না। কবিরাজের ঝাড়-ফুকই তাদের বাঁচার সম্বল।

জলমহাল

ভাটি এলাকায় অবস্থিত উপজেলাই মাছের ডিপো। নদী-নালা হাওড়-বাওর, বিল-ঝিল হতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। অধিবাসীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মৎস্য ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত। আজমিরীগঞ্জ ফিস ইণ্ডাস্ট্রি নামে একটি মৎস্য রফতানী প্রতিষ্ঠান আছে। রুই, কাতলা, চিংড়ি মৃগেল প্রভৃতি মাছ ধরা হয়।